গঠনতন্ত্র

বাংলাদেশ উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসার সমিতি

CONSTITUTION OF

BANGLADESH UPAZILA PROJECT IMPLEMENTATION OFFICERS ASSOCIATION

প্রধান কার্যালয় ঃ ঢাকা
স্থাপিত ঃ ১৯৭৮ খ্রিঃ

CamScanner

সূচীপত্র

অনুচ্ছেদ	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১	সমিতির নাম	১
২	সমিতির আওতা	১
৩	পরিভাষা	১
৪	প্রধান কার্যালয়	১
৫	উদ্দেশ্য ও আদর্শ	২
৬	সদস্যপদ	২
৭	সদস্যপদ লোপ	২
৮	তহবিল	৩
৯	ফেডারেশন	৪
১০	উপ-পরিষদ	৪
১১	অধিকার	৪
১২	নির্বাহী পরিষদ	৪
১৩	নির্বাহী পরিষদের কর্মকর্তাদের দায়িত্ব, কর্তব্য ও কার্যক্ষমতা	৬
১৪	নির্বাচন	৯
১৫	উপদেষ্টা পরিষদ	১০
১৬	উপদেষ্টা পরিষদের দায়িত্ব, কর্তব্য ও কার্যক্ষমতা	১০
১৭	সভা	১১
১৮	পদত্যাগ	১২
১৯	অনাস্থা	১২
২০	হিসাব পরীক্ষা	১২
২১	গঠনতন্ত্র সংশোধন ও পরিবর্তন	১৩
২২	ধারাবাহিকতা রক্ষা ও কার্যকরিতা	১৩

CamScanner

অনুচ্ছেদ-১ ঃ সমিতির নাম

এই সমিতি বাংলাদেশ উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসার সমিতি নামে অভিহিত হইবে। ইংরেজিতে এই সমিতি **BANGLADESH UPAZILA PROJECT IMPLEMENTATION OFFICERS ASSOCIATION** নামে অভিহিত হইবে। তবে পরিবর্তিত অবস্থায় পরিবর্তিত নামে অভিহিত হইবে।

অনুচ্ছেদ-২ ঃ সমিতির আওতা

বাংলাদেশের সকল উপজেলায় কর্মরত উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসারগণ এবং প্রধান কার্যালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন কার্যালয়ে কর্মরত প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসারগণ এই সমিতির আওতাভূক্ত হইবেন। জেলা পর্যায়ে গঠিত উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসার সমিতিসমূহ এই সমিতির অন্তর্ভূক্ত ও শাখা বলিয়া গণ্য হইবে।

অনুচ্ছেদ-৩ ঃ পরিভাষা

ক. সমিতি ঃ সমিতি বলিতে বাংলাদেশ উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসার সমিতি বুঝাইবে। তবে যে নামে পদের নামকরণ হইবে, সমিতির নাম সেই নামের অনুরূপ হইবে।

খ. অফিসার ঃ অফিসার বলিতে বাংলাদেশের বিভিন্ন উপজেলায় কর্মরত উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসার এবংপ্রধান কার্যালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন কার্যালয়ে কর্মরত প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসারকে বুঝাইবে।

গ. গঠনতন্ত্র ঃ গঠনতন্ত্র বলিতে বাংলাদেশ উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসার সমিতির গঠনতন্ত্র বুঝাইবে।

ঘ. পরিষদ ঃ পরিষদ বলিতে কার্যনির্বাহী পরিষদকে বুঝাইবে।

ঙ. সম্মেলন ঃ সম্মেলন বলিতে বার্ষিক/ দ্বিবার্ষিক/জাতীয় সম্মেলন/বিশেষ সাধারণ সম্মেলন বুঝাইবে।

অনুচ্ছেদ-৪ ঃ প্রধান কার্যালয়

বাংলাদেশ উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসার সমিতির প্রধান কার্যালয় ঢাকা শহরে অবস্থিত হইবে।

CamScanner

অনুচ্ছেদ-৫ ঃ উদ্দেশ্য ও আদর্শ

১. ইহা একটি সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক সংগঠন।
২. সমিতির সদস্যদের চাকুরীর নিশ্চয়তা বিধান, ন্যায়সঙ্গত সকল সুযোগ ও সুবিধা অধিকার আদায় এবং স্বার্থ সংরক্ষণের চেষ্টা করা।
৩. সমিতির সদস্যদের অর্থনৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মান উন্নয়ন করা।
৪. সমিতির সদস্যদের দায়িত্ব জ্ঞান, কর্মদক্ষতার মান, দেশ ও দেশবাসীর প্রতি প্রীতি ও সেবামূলক স্পৃহা বৃদ্ধি করা।
৫. সমিতির সদস্য বা পরিষদের কোন সদস্য কোন কারণে অসুবিধার সম্মূখীন হইলে সমিতিগতভাবে তাহাকে সাহায্য করা এবং তাহার ন্যায়সঙ্গত স্বার্থ ও অধিকার সংরক্ষণের চেষ্টা করা।
৬. বিভিন্ন বিভাগীয় সমগোত্রীয় কর্মচারী সমিতির সহিত সহযোগিতা ও নৈকট্য স্থাপন করা এবং পারস্পরিক কাজে সমঝোতা বজায় রাখা।
৭. সমিতির সদস্যদের সমবায়মূলক মনোভাব গড়িয়া তোলা ও সমবায় সমিতি গঠন করা।
৮. সমিতির দুর্দশাগ্রস্থ সদস্য অথবা তাহার পরিবারকে সাহায্য করা।
৯. সমিতির সদস্যদের চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা করা।
১০. জাতীয় দুর্যোগকালে দুর্দশাগ্রস্থ জনগণকে সম্মিলিতভাবে নৈতিক, আর্থিক এবং স্বেচ্ছাশ্রমের মাধ্যমে সাহায্য করা।
১১. সমিতি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের স্বার্থে একটি কল্যাণ ট্রাস্ট গঠন করিবে।

অনুচ্ছেদ-৬ ঃ সদস্যপদ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধীনে কর্মরত সকল উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসারগণ এই সমিতির সাধারণ সদস্য হওয়ার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন। তবে তাহাদিগকে নির্ধারিত ফরমে সদস্য পদের জন্য সভাপতির নিকট আবেদন করিতে হইবে।

অনুচ্ছেদ-৭ ঃ সদস্যপদ লোপ

ক. ইচ্ছাকৃতভাবে যদি কোন সদস্য সমিতির গঠনতন্ত্রের পরিপন্থী কোন কাজ করে অথবা কোন সদস্যের স্বার্থ ক্ষুন্ন হয় এমন কোন কাজ করে অথবা সমিতির সাংগঠনিক কাজে বাঁধার সৃষ্টি করে অথবা সংগঠনের পরিপন্থী কোন কাজ করে তবে সেই সদস্যের সদস্যপদ বাতিল করা যাইবে।

খ. কোন সদস্য মাসিক চাঁদা দানে ৬ মাস বিরত থাকিলে তাঁহার সদস্যপদ বাতিল করা যাইবে। পুনরায় সদস্যপদ বহালের জন্য সে ব্যক্তি যাবতীয় বকেয়া চাঁদা ও পুনরায় ভর্তি ফি সহকারে পরিষদের সভাপতির নিকট আবেদন করিতে পারিবে। এ ক্ষেত্রে কার্যনির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

গ. পদোন্নতি, চাকরী হইতে পদত্যাগ, বরখাস্ত, অবসর ও মৃত্যু প্রভৃতি কারণে সদস্য পদ বাতিল হইয়া যাইবে।

অনুচ্ছেদ-৮ ঃ তহবিল

ক. অত্র কার্যনির্বাহী পরিষদ নিম্নলিখিত উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করিয়া সমিতির তহবিল গঠন করিবেন এবং উহার হিসাব রাখিবেন।

১. সমিতির সকল সদস্য হইতে ভর্তি ফিস ১০০(একশত) টাকা ও মাসিক চাঁদা ১০০(একশত) টাকা অথবা বার্ষিক চাঁদা ১০০০ (এক হাজার) টাকা হারে আদায় করা যাইবে।
২. কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ কোন বিশেষ প্রয়োজনে সদস্যদের নিকট হইতে এককালীন চাঁদা/অনুদান হিসাবে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ আদায় করিতে পারিবে। জেলা শাখা পরিষদসমূহও কেন্দ্রীয় পরিষদের অনুমোদনে জেলার সকল সদস্যদের নিকট হইতে নির্দিষ্ট প্রয়োজনে নির্দিষ্ট পরিমাণ এককালীন চাঁদা/অনুদান আদায় করিতে পারিবে।
৩. স্বেচ্ছাকৃত দান বা সরকার কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত অর্থ বা কোন বৈধ উপায়ে অর্থ গ্রহণ করা যাইবে।
৪. প্রত্যেক মাসে দেয় মাসিক চাঁদা উক্ত মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে পরিশোধ করিতে হইবে।
৫. আদায়কৃত অর্থ বাংলাদেশের যে কোন তপসিল ব্যাংকের ঢাকায় অবস্থিত যে কোন শাখায় হিসাব খুলিয়া রাখিতে হইবে।
৬. সমিতির অর্থ ব্যাংক হইতে উঠানোর জন্য সকল প্রকার চেকে সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও অর্থ সম্পাদক এই তিনজনের যে কোন দুইজনের যুক্ত স্বাক্ষর লাগিবে।
৭. কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ কর্তৃক সরবরাহকৃত অথবা অনুমোদিত রশিদ বই মারফত জেলা কার্যনির্বাহী পরিষদ ভর্তির ফিস ও চাঁদা আদায়ের ব্যবস্থা করিবে।
৮. জেলা কার্যনির্বাহী পরিষদগুলি সদস্যদের নিকট হইতে আদায়কৃত চাঁদা/ অনুদানের অর্থ কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের নিকট জমা দিবে। জেলার ব্যয় নির্বাহের জন্য কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ দিবে।

খ. ব্যয়- কার্যনির্বাহী পরিষদ সংগৃহিত তহবিল হইতে নিম্নলিখিত বিষয়ের উপর অর্থ খরচ করিতে পারিবেঃ-

CamScanner

১। সমিতির অফিস গৃহের জন্য ভাড়া প্রদান এবং সমিতির কাজে নিযুক্ত কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা প্রদান।
২। সমিতির কার্যনির্বাহের সকল খরচ বহন করা।
৩। সমিতির উন্নতি বিধানে পত্র-পত্রিকা বা বই প্রকাশ করা।
৪। কোন আন্তর্জাতিক/স্থানীয় সংস্থায় চাঁদা দান করা।
৫। সমিতির বা পরিষদের কার্যকলাপের বিরুদ্ধে আনীত কোন মামলার খরচ বহন করা।
৬। সমিতির সদস্যদের কোন কল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করা।
৭। সমিতির বিভিন্ন অধিবেশনের খরচ বহন করা।
৮। সাধারণ সম্মেলনের খরচ, সম্মেলনে যোগদানকারী প্রতিনিধিদের খরচ, নির্বাচন ও অডিট খরচ বহন করা।
৯। বিবিধ (কার্যনির্বাহী পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে)।
১০। সমিতির দুর্দশাগ্রস্থ সদস্যকে অথবা তাঁহার পরিবারকে সাহায্য করা।

অনুচ্ছেদ-৯ ঃ ফেডারেশন
প্রয়োজনবোধে উক্ত সমিতি অন্য যে কোন সমগোত্রীয় সমিতির সহিত সংযুক্ত হইয়া ফেডারেশন /সংযুক্ত পরিষদ গঠন করিতে পারিবে। তবে এ ব্যাপারে সমিতির সাধারণ সম্মেলনে অনুমোদন প্রয়োজন হইবে।

অনুচ্ছেদ-১০ ঃ উপ-পরিষদ
কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের আওতায় যে কোন বিশেষ প্রয়োজনে উপ-পরিষদ/ সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা যাইবে।

অনুচ্ছেদ-১১ ঃ অধিকার
সমিতির যে কোন সদস্য সাধারণ সভায় উপস্থিত থাকিয়া সমিতিগত যে কোন ব্যাপারে প্রশ্ন উত্থাপন করিতে পারিবেন এবং সমিতির হিসাব নিকাশ পরীক্ষা করিতে পারিবেন।

অনুচ্ছেদ-১২ ঃ নির্বাহী পরিষদ
১২.১ কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ-
ক. বাংলাদেশ উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসার সমিতির একটি কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ থাকিবে। কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সকল সদস্যের ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হইবে।

খ. কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের সদস্যসংখ্যা নিম্নরূপ হইবেঃ-

(১)	সভাপতি	-১ জন
(২)	সহ-সভাপতি	-২ জন
(৩)	সাধারণ সম্পাদক	-১ জন
(৪)	যুগ্ম সম্পাদক	-২ জন
(৫)	অর্থ সম্পাদক	-১ জন
(৬)	সাংগঠনিক সম্পাদক	-১ জন
(৭)	সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক (প্রতি বিভাগ হইতে ১জন)	-৬ জন
(৮)	প্রচার সম্পাদক	-১ জন
(৯)	সমাজ কল্যাণ ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক	-১ জন
(১০)	দপ্তর সম্পাদক	-১ জন
(১১)	নির্বাহী সদস্য (রাজশাহী বিভাগ-৩ জন, খুলনা বিভাগ-২ জন, বরিশাল বিভাগ-২জন, ঢাকা বিভাগ-৩ জন, সিলেট বিভাগ-১ জন, চট্টগ্রাম বিভাগ-৩ জন)	-১৪ জন
		মোট ৩১ জন

গ. কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের কার্যকাল আর্থিক বৎসর অনুযায়ী ২(দুই) বৎসর হইবে। দ্বিতীয় বৎসরের ৩০ জুনের পরবর্তী ১৫ দিনের মধ্যে এডহক কমিটি গঠনপূর্বক ক্ষমতা হস্তান্তর করিতে হইবে।

ঘ. কার্যনির্বাহী পরিষদের কোন সদস্য যদি পর পর ৩(তিন) টি সভায় (বিশেষ/জরুরী সভা ব্যতীত) অনুপস্থিত থাকেন তাহা হইলে তাঁহার পরিষদের সদস্যপদ লোপ পাইবে। অনুপস্থিতির ব্যাপারে ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য লিখিতভাবে অনুরোধ জানানো হইবে এবং সংশ্লিষ্ট সদস্য পরিষদে লিখিতভাবে ব্যাখ্যা প্রদান করিতে পারিবেন। পরিষদের সভায় এই ব্যাপারে চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইবে। পদ শূন্য হইলে কো-অপ্টের মাধ্যমে পদ পূরণ করা যাইবে।

১২.২ ঃ জেলা নির্বাহী পরিষদ-
ক. বাংলাদেশের প্রতিটি জেলায়ও একটি করিয়া জেলা শাখা নির্বাহী পরিষদ থাকিবে। তবে যদি কোন জেলায় ৩(তিন) জনের কম সদস্য থাকেন সেই জেলা পার্শ্ববর্তী জেলার সহিত সংযুক্ত হইয়া জেলা কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠন করিবে।
খ. জেলায় কর্মরত সদস্যদের দ্বারা জেলা কার্যনির্বাহী পরিষদ নির্বাচিত হইবে। কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সকল সদস্যের ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হইবে।

CamScanner

গ. জেলা শাখা কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য সংখ্যা নিম্নরূপ হইবেঃ-

(১)	সভাপতি	-১ জন
(২)	সাধারণ সম্পাদক	-১ জন
(৩)	কোষাধ্যক্ষ	-১ জন

১২.৩ ঃ এডহক কমিটি-

ক. নির্বাচনে অংশগ্রহণ করিবেন না এইরূপ ১(এক) জন নিরপেক্ষ সদস্যকে আহ্বায়ক করিয়া ৬টি প্রশাসনিক বিভাগ হইতে অনুরূপ ১(এক) জন করিয়া নিরপেক্ষ সদস্য সমন্বয়ে এডহক কমিটি গঠিত হইবে।

খ. সমিতির দ্বিবার্ষিক/ বার্ষিক/সাধারণ সভায় এডহক কমিটি গঠিত হইবে। কার্যনির্বাহী পরিষদের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার কাছাকাছি সময়ে বা পরবর্তী ১৫ দিনের মধ্যে কোন সম্মেলন/সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত না হইলে উপদেষ্টা পরিষদ কর্তৃক এডহক কমিটি গঠিত হইবে। এই ব্যাপারে বিদায়ী কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবেন। এডহক কমিটি উপদেষ্টা পরিষদের তত্ত্বাবধানে দায়িত্ব পালন করিবেন।

গ. এডহক কমিটির কার্যাবলী ঃ-

১। এডহক কমিটি সমিতির আর্থিক লেনদেনসহ স্বাভাবিক দায়-দায়িত্ব পালন করিবেন।

২। এডহক কমিটি নির্বাচন কমিশনের মাধ্যমে ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে নির্বাচন সম্পন্ন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

৩। এডহক কমিটির আহ্বায়ক কার্যনির্বাহী পরিষদের সভাপতির অনুরূপ দায়-দায়িত্ব পালন করিবেন এবং অন্যান্য দায়িত্ব কমিটির সদস্যদের মধ্যে বন্টন করিয়া দিতে পারিবেন।

অনুচ্ছেদ-১৩ ঃ কার্যনির্বাহী পরিষদের কর্মকর্তাদের দায়িত্ব, কর্তব্য ও কার্যক্ষমতা

১৩.১ ঃ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদঃ-

ক. সভাপতি

১। সভাপতি কার্যনির্বাহী পরিষদের প্রধান হইবেন। তিনি পরিষদের সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন, সভা নিয়ন্ত্রণ করিবেন এবং সভার আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখিবেন।

২। পরিষদের সভায় যখন সমান সংখ্যক ভোট পড়িবে তখন সভাপতির একটি বিশেষ ভোট প্রদানের অধিকার থাকিবে, যাহা চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

৩। যখন সভাপতি এই মর্মে নিশ্চিত হইবেন যে, কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্তসমূহ গঠনতন্ত্রের ধারা মোতাবেক গৃহীত হয় নাই অথবা উক্ত পরিষদের কোন সদস্য এইরূপ একটি নীতি গ্রহণে পুনঃ পুনঃ তাগিদ দিতেছে যাহা উক্ত সমিতির স্বার্থ এবং গঠনতন্ত্র ধারা বিরোধী এবং যাহা এই গঠনতন্ত্রের পরিধি বা নিয়ম বহির্ভূত তখন সভাপতি সাধারণ সম্মেলন আহ্বান করার জন্য ক্ষমতাবান হইবেন।

খ. সহ-সভাপতি

১। সহ-সভাপতিগণ সভাপতিকে সমিতির কার্যপরিচালনায় সহায়তা করিবেন।

২। সভাপতির অনুপস্থিতে প্রথম সহ-সভাপতি, প্রথম সহ-সভাপতির অনুপস্থিতিতে দ্বিতীয় সহ-সভাপতি সভাপতির কার্য পরিচালনা করিবেন।

গ. সাধারণ সম্পাদক

১। তিনি সমিতির কার্যনির্বাহী প্রধান হইবেন এবং সমিতির ও পরিষদের কার্যক্রমের সাধারণ ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব তাঁহার উপর ন্যস্ত থাকিবে।

২। তিনি কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা আহ্বান করিবেন এবং সভার কার্যসূচী নির্ধারণ করিবেন।

৩। তিনি কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুসারে কার্য পরিচালনা করিবেন, তবে জরুরীভিত্তিক কাজ পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে নিজ দায়িত্বে করিতে পারিবেন।

৪। তিনি সাধারণ সম্মেলনে পরিষদের বার্ষিক কার্যক্রমের বিবরণী এবং হিসাব পেশ করিবেন।

৫। তিনি অর্থ সম্পাদকের সহযোগিতায় সমিতির বার্ষিক আয়-ব্যয়ের বাজেট প্রস্তুত করিবেন এবং কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় অনুমোদনের জন্য পেশ করিবেন।

৬। তিনি ১০০০ (এক হাজার) টাকার বেশী অর্থ হাতে রাখিতে পারিবেন না এবং কোন নির্দিষ্ট কাজের জন্য পরিষদের অনুমোদন ব্যতীত এই পরিমাণ অর্থের বেশী খরচ করিতে পারিবেন না।

৭। জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদকের বেলায় ৬নং উপধারায় বর্ণিত টাকার পরিমাণ ৫০০(পাঁচশত) টাকা হইবে।

৮। তিনি প্রত্যেক দপ্তরের সম্পাদকগণকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও নির্দেশ প্রদান পূর্বক সমিতির কাজের সমন্বয় করিবেন।

৯। তিনি জেলা শাখা সমূহের যে কোন বিরোধ কিংবা সমস্যার সমাধান পরিষদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক করিতে পারিবেন।

CamScanner

১০। তিনি সমিতির সকল পর্যায়ের সাংগঠনিক তৎপরতার উপর নজর রাখিবেন এবং সাংগঠনিক ব্যাপারে সাংগঠনিক সম্পাদককে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিবেন ও ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

ঘ. যুগ্ম সম্পাদক

১। যুগ্ম সম্পাদকগণ সাধারণ সম্পাদককে তাহার কাজে সাহায্য ও সহযোগিতা করিবেন।

২। সাধারণ সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে জ্যেষ্ঠতা অনুসারে অথবা পরিষদ কর্তৃক যাহাকে মনোনীত করা হয় তিনি সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করিবেন।

ঙ. সাংগঠনিক সম্পাদক

তিনি সমিতির সকল পর্যায়ের সাংগঠনিক কাজের জন্য দায়ী থাকিবেন। তিনি সমিতির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য সভা, সম্মেলন ও প্রশিক্ষণের আয়োজন করিবেন। তিনি সকল সভা আহ্বান ও আয়োজনের ব্যাপারে সাধারণ সম্পাদককে লিখিতভাবে জানাইবেন। তিনি সাধারণ সম্পাদক ও সাধারণ সদস্যদের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করিবেন।

চ. সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক

১. সহ-সাংগঠনিক সম্পাদকগণ সাংগঠনিক সম্পাদককে তাহার কাজে সাহায্য ও সহযোগীতা করিবেন।

২. সাংগঠনিক সম্পাদকের অনুপস্থিতে জ্যেষ্ঠতা অনুসারে অথবা পরিষদ কর্তৃক যাহাকে মনোনীত করা হয় তিনিই সাংগঠনিক সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করবেন।

ছ. প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক

তিনি সমিতির কার্যাবলীর বিবরণ, সিদ্ধান্ত ইত্যাদি প্রচারের সম্পূর্ণ দায়িত্ব পালন করিবেন। সমিতির যাবতীয় পত্র-পত্রিকা প্রকাশের দায়িত্ব তাঁহার উপর ন্যস্ত থাকিবে।

জ. সমাজ কল্যাণ ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক

তিনি সমিতির সমাজ কল্যাণমূলক ও সাংস্কৃতিক কাজে সকল দায়িত্ব পালন করিবেন।

ঝ. অর্থ সম্পাদক

১। সমিতির যাবতীয় হিসাব পত্র নিরুপণ ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব তাহার উপর ন্যস্ত থাকিবে।

২। তিনি পরিষদের সকল সভায় ভিন্ন ভিন্ন খাতে সমিতির আয় ও ব্যয়ের বিবরণী পেশ করিবেন।

৩। তিনি সমিতির সকল প্রকার চাঁদা/অনুদান আদায়ের ব্যবস্থা করিবেন এবং রশিদ বহি ও আদায়কৃত রশিদের মুড়ি সংরক্ষণ করিবেন।

৪। তিনি সমিতির প্রাত্যহিক কাজ কর্মের জন্য ৫০০(পাঁচশত) টাকা নিজ হাতে রাখিতে পারিবেন এবং এই পরিমাণ অর্থের চেয়ে বেশী পরিষদের অনুমোদন ব্যতীত খরচ করিতে পারিবেন না।

৫। তিনি সমিতির বার্ষিক আয় ও ব্যয়ের বাজেট তৈয়ারীর কাজে সাধারণ সম্পাদককে সাহায্য করিবেন।

৬। তিনি সমিতির নিরীক্ষাকাজে নিরীক্ষা দলের নিকট সকল হিসাব উপস্থাপন করিবেন।

ঞ. দপ্তর সম্পাদক

১। তিনি সমিতির সকল নথিপত্র ও রেজিস্ট্রার সংরক্ষণ করিবেন।

২। তিনি সমিতির প্রাপ্ত সকল চিঠিপত্র যথাসময়ে সাধারণ সম্পাদক/ সভাপতির নিকট উপস্থাপন ও নথিভূক্ত করিবেন।

৩। সমিতি হইতে প্রেরিত সকল পত্র প্রচার সম্পাদকের মাধ্যমে প্রেরণের ব্যবস্থা করিবেন ও অফিস কপি নথিতে সংরক্ষণ করিবেন।

৪। সকল সম্পাদকগণের মধ্যে সমন্বয় কাজে সাধারণ সম্পাদককে সহায়তা করিবেন।

৫। সমিতির চাঁদা আদায়, ক্যাশ বহি ও ভাউচার সংরক্ষণে অর্থ সম্পাদককে সহায়তাকরিবেন।

৬। সমিতির নির্বাহী পরিষদের সভায় কর্মসূচী অনুযায়ী বিষয়াদি উপস্থাপনে সাধারণ সম্পাদককে সহায়তা করিবেন।

১৩.২ ঃ জেলা কার্যনির্বাহী পরিষদঃ-

জেলা কার্যনির্বাহী পরিষদের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষের দায়িত্ব, কর্তব্য ও কার্যক্ষমতা যথাক্রমে ক গ ও ঝ ধারায় বর্ণিত পরিষদের কর্মকর্তাদের অনুরূপ হইবে। এই ক্ষেত্রে সভাপতির অনুপস্থিতিতে কোষাধ্যক্ষ, সাধারণ সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে কোষাধ্যক্ষ এবং কোষাধ্যক্ষের অনুপস্থিতিতে সাধারণ সম্পাদক দায়িত্ব পালন করিবেন।

অনুচ্ছেদ-১৪ ঃ নির্বাচন

ক. কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বে নির্বাচন পরিচালনার জন্য ৩(তিন) সদস্য বিশিষ্ট একটি নির্বাচন কমিশন গঠন করিবেন। কমিশনে একজন প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও দুইজন কমিশনার থাকিবেন। কমিশনের সদস্যগণ কোন

CamScanner

পরিষদের সদস্য হইতে পারিবেন না এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন না।

খ. নির্বাচন সদস্যদের গোপন ব্যলটের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হইবে। বৃহত্তর জেলা/অঞ্চল ভিত্তিক প্রয়োজনীয় নির্বাচন কেন্দ্র স্থাপন করা যাইবে। প্রতি কেন্দ্রের জন্য একজন করিয়া প্রিজাইডিং অফিসার নিয়োগ করিতে হইবে। প্রিজাইডিং অফিসার নির্বাচন কাজে সহযোগিতা করার জন্য সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার নিয়োগ করিতে পারিবেন।

গ. নির্বাচন কমিশন খসড়া ভোটার তালিকা প্রণয়নপূর্বক যথাযথভাবে প্রচার করিয়া ভোটার তালিকা চূড়ান্ত করিবেন।

ঘ. নির্বাচন কমিশন নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন। তবে উক্ত বিধি গঠনতন্ত্রের কোন অনুচ্ছেদের পরিপন্থী হইতে পারিবে না।

ঙ. নির্বাচন কমিশন মনোনয়নপত্রের মূল্য ও জামানতের অর্থ নির্ধারণ এবং আদায় করিতে পারিবেন।

চ. কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ/এডহক কমিটি নির্বাচন পরিচালনার ব্যয়ভার বহন করিবে ও প্রয়োজনীয় অর্থ নির্বাচন কমিশনের নিকট অর্পণ করিবেন।

ছ. নির্বাচন সমাপ্ত হইবার ১৫ দিনের মধ্যে এডহক কমিটি নব-নির্বাচিত পরিষদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করিবেন।

জ. নব নির্বাচিত পরিষদ দায়িত্বভার গ্রহণের সাথে সাথে এডহক কমিটি এবং নির্বাচন কমিশনের মেয়াদ সমাপ্ত হইবে।

অনুচ্ছেদ-১৫ ঃ উপদেষ্টা পরিষদ

ক. সমিতির একটি উপদেষ্টা পরিষদ থাকিবে। উক্ত পরিষদ সমিতির বিভিন্ন বিষয়ে কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদকে পরামর্শ দান করিবেন।

খ. সমিতির প্রাক্তন সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদকগণ (যারা চলতি পরিষদে অন্তর্ভূক্ত নন) উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য হিসাবে গণ্য হইবেন। ইহাছাড়া ইনস্টিটিউট অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স, বাংলাদেশ এর সাধারণ সম্পাদক পদাধিকার বলে এই পরিষদের সদস্য হিসাবে গণ্য হইবেন।

অনুচ্ছেদ-১৬ ঃ উপদেষ্টা পরিষদের দায়িত্ব, কর্তব্য ও কার্যক্ষমতা

ক. কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সমিতির কোন জটিল বিষয়ে অথবা জটিল পরিস্থিতিতে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণে ব্যর্থ হইলে উক্ত বিষয় সম্পর্কে উপদেশ প্রদানের জন্য বিষয়টি উপদেষ্টা পরিষদে প্রেরণ করিবেন।

খ. উপদেষ্টা পরিষদের সভা কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের অনুরোধে অথবা জরুরী যে কোন পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের সভাপতি আহ্বান করিবেন। কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক উপদেষ্টা পরিষদের সভায় উপস্থিত থাকিয়া সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি সম্পর্কে সভাকে অবহিত করিবেন। উপদেষ্টা পরিষদের মধ্যে থেকে একজনকে সভাপতি নির্বাচন করিয়া সভার কার্য পরিচালনা করা হইবে। সভার সভাপতি আলোচ্য বিষয়াদি সম্পর্কে সভার সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদকে লিখিতভাবে জানাইবেন।

গ. প্রতি বৎসরে অন্ততপক্ষে একবার উপদেষ্টা পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

ঘ. সমিতির বার্ষিক সম্মেলন/ সাধারণ সম্মেলন সমূহে উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যগণ উপস্থিত থাকিবেন। ইহাছাড়া কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের সভায়ও তাহাদেরকে আমন্ত্রণ জানানো যাইতে পারে।

অনুচ্ছেদ-১৭ ঃ সভা

ক. বার্ষিক সাধারণ সভা (সম্মেলন)

১। প্রত্যেক ইংরেজি বৎসরের আগস্ট মাসে বার্ষিক জাতীয় সাধারণ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবে। দ্বিবার্ষিক সম্মেলনও অনুরূপ ভাবে পরবর্তী বৎসর অনুষ্ঠিত হইবে। তবে কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ অবস্থার প্রেক্ষিতে তারিখ নির্ধারণ করিতে পারিবেন।

২। জেলা শাখাসমূহের বার্ষিক সম্মেলন প্রত্যেক ইংরেজী বৎসরের জুলাই মাসে অনুষ্ঠিত হইবে এবং দ্বিবার্ষিক সম্মেলনও অনুরূপভাবে পরবর্তী বৎসর অনুষ্ঠিত হইবে। তবে জেলা নির্বাহী পরিষদ অবস্থার প্রেক্ষিতে তারিখ নির্ধারণ করিতে পারিবেন।

৩। সমিতির সকল সাধারণ সদস্য জাতীয় বার্ষিক সম্মেলনে উপস্থিত থাকিবেন। জেলার সদস্যগণ জেলা সম্মেলনে অংশগ্রহণ করিবেন।

খ. কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা

প্রতি দুই মাস অন্তর অন্তর কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হইবে। তবে সাধারণ সম্পাদক জরুরী প্রয়োজনে তিন দিনের নোটিশে যে কোন জরুরী সভা আহ্বান করিতে পারিবেন।

গ. দাবী সভা

কার্যনির্বাহী পরিষদের এক চতুর্থাংশ সদস্য লিখিতভাবে দাবী সভা আহ্বানের জন্য সভাপতিকে অনুলিপি দিয়া সাধারণ সম্পাদকের নিকট দাবী জানাইতে পারিবেন। সাধারণ সম্পাদক দাবী পাওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে যদি সভা আহ্বান করিতে ব্যর্থ হন, তবে সভাপতি পরবর্তী ১৫ দিনের মধ্যে সভা আহ্বান করিবেন। সভাপতিও যদি সভা

আহ্বানে ব্যর্থ হন, তবে দাবীতে স্বাক্ষরকারী সদস্যগণ সকল সদস্যকে ১৫ দিনের বিজ্ঞপ্তি দিয়া সভা আহ্বান করিতে পারিবেন। সকল ক্ষেত্রেই পরিষদের অর্ধেকের বেশী সদস্যের সমর্থনে প্রস্তাব গ্রহণ করিতে হইবে।

ঘ. সভার বিজ্ঞপ্তি (নোটিশ)

১। বার্ষিক সাধারণ সম্মেলনের জন্য ৩০ দিনের বিজ্ঞপ্তি দিতে হইবে।
২। কার্যনির্বাহী পরিষদের সভার জন্য ১৫ দিনের বিজ্ঞপ্তি দিতে হইবে।
৩। জরুরী যে কোন সভার জন্য ৩ দিনের বিজ্ঞপ্তি দিতে হইবে।

ঙ. কোরাম

১। কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় মোট সদস্যের এক তৃতীয়াংশ সদস্য লইয়া কোরাম হইবে।
২। কার্যনির্বাহী পরিষদের জরুরী সভায় সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকসহ ৩(তিন) জনকে লইয়া কোরাম হইবে।
৩। দাবী সভায় মোট সদস্যের দুই তৃতীয়াংশ সদস্য লইয়া কোরাম হইবে।
৪। মূলতবী সভা যে কোন সংখ্যক সদস্যের উপস্থিতিতে হইতে পারিবে।

অনুচ্ছেদ-১৮ ঃ পদত্যাগ

ক. পরিষদের যে কোন সদস্য ইচ্ছা করিলে পদত্যাগ করিতে পারিবেন। পদত্যাগপত্র সভাপতির নিকট দাখিল করিতে হইবে। সভাপতির বেলায় উহা প্রথম সহ-সভাপতির নিকট দাখিল করিতে হইবে।

খ. কোন সদস্য যদি পরিষদ কিংবা উহার কোন কর্মকর্তা/সদস্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করিয়া পদত্যাগ করিতে চান তবে অভিযোগের পূর্ণ বিবরণ লিখিতভাবে সভাপতিকে জানাইবেন। সভাপতি পরবর্তী পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন। সকল ক্ষেত্রেই সভাপতি পরিষদের মতামত গ্রহণ করিবেন।

গ. পদত্যাগপত্র গ্রহণ না করা পর্যন্ত পদত্যাগে ইচ্ছুক সদস্য স্বপদে বহাল আছেন বলিয়া বিবেচিত হইবেন।

ঘ. পদত্যাগপত্র গ্রহণের পর কোন সদস্যকেই তাহার সদস্য হিসাবে প্রদত্ত কোন অর্থ ফেরত দেওয়া হইবে না।

ঙ. পদত্যাগের ফলে সৃষ্ট শূন্য পদসমূহ প্রয়োজনবোধে কো-অপট পদ্ধতির মাধ্যমে পূরণ করা যাইবে। তবে তাহাদের ভোটাধিকার থাকিবে না।

অনুচ্ছেদ-১৯ ঃ অনাস্থা

কোন সদস্য/কর্মকর্তা যদি সমিতির স্বার্থহানির কাজে লিপ্ত থাকেন বা পরিষদের সভায় অশোভন আচরণ করেন তবে পরিষদের যে কোন সভায় মোট সদস্যের দুই তৃতীয়াংশের সমর্থনে উক্ত সদস্যের বিরুদ্ধে আনীত অনাস্থা প্রস্তাব পাশ করা যাইবে।

অনুচ্ছেদ-২০ ঃ হিসাব পরীক্ষা

ক. সমিতির আয়-ব্যয়ের হিসাব এবং অন্যান্য কাগজপত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য কার্যনির্বাহী পরিষদ এমন ৩(তিন) জন সদস্য লইয়া একটি নিরীক্ষক দল গঠন করিবেন যাহারা পরিষদের সদস্য নহেন। নিরীক্ষক দলে একজন নিরীক্ষক ও দুইজন সহ-নিরীক্ষক থাকিবেন। নিরীক্ষক দল প্রতি বৎসর জুলাই মাসে পূর্ববর্তী বৎসরের হিসাবপত্র নিরীক্ষণ করিবেন এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদন কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের সাধারণ সম্পাদকের নিকট দাখিল করিবেন। সাধারণ সম্পাদক উক্ত প্রতিবেদন বার্ষিক সাধারণ সম্মেলনে দাখিল করিবেন।

খ. নিরীক্ষা খরচের ব্যয়ভার কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ বহন করিবেন।

গ. সমিতির হিসাব পত্র ইত্যাদি সমিতির কিংবা পরিষদের যে কোন সদস্য অফিস চলাকালীন সময়ে দেখিতে পারিবেন। তবে এ বিষয়ে যে সদস্য যে সকল কাগজপত্র দেখিতে ইচ্ছুক তাহার পূর্ণ বিবরণসহ লিখিতভাবে কমপক্ষে ৭ দিন পূর্বে পরিষদের সাধারণ সম্পাদককে জানাইতে হইবে।

অনুচ্ছেদ-২১ ঃ গঠনতন্ত্র সংশোধন ও পরিবর্তন

ক. সাধারণ সম্মেলনে উপস্থিত দুই তৃতীয়াংশের সমর্থনে গঠনতন্ত্র এর যে কোন অনুচ্ছেদ, ধারা, উপ-ধারা বা তাহার অংশ বিশেষ সংশোধন, পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করা যাইবে।

খ. সংশোধন প্রস্তাব যে কোন সাধারণ সদস্য আনয়ন করিতে পারিবেন। তবে উহা সাধারণ সম্মেলনের কমপক্ষে একমাস পূর্বে কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের সাধারণ সম্পাদকের নিকট পৌঁছাইতে হইবে, যাহাতে তিনি উহা সাধারণ সম্মেলনে আলোচ্যসূচীভূক্ত করিতে পারেন।

গ. কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠনতন্ত্রেও যে কোন সংশোধনের জন্য সম্মেলনে সুপারিশ করিতে পারিবেন।

CS CamScanner

অনুচ্ছেদ-২২ ঃ ধারাবাহিকতা রক্ষা ও কার্যকরিতা

ক. জেলা পর্যায়ে উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসার সমিতি ও উহার কার্যনির্বাহী পরিষদসমূহ যে তারিখ হইতে গঠিত হইয়াছে সেই তারিখ হইতে কার্যকর বলিয়া বিবেচিত হইবে। তবে এই গঠনতন্ত্র প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে জেলা সমিতিগুলি বাংলাদেশ উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসার সমিতির জেলা শাখা ও নির্বাহী পরিষদসমূহ জেলা কার্যনির্বাহী পরিষদ হিসাবে গঠনতন্ত্রের অধীনে কার্য সম্পাদন করিবে।

খ. এই গঠনতন্ত্র অদ্য ১৯৭৮ সনের নভেম্বর মাসের ১৯ তারিখ রোজ রবিবার হইতে কার্যকর করা হইল বলিয়া বিবেচিত হইবে।

গ. সংশোধিত গঠনতন্ত্র অদ্য ১৯৮৮ সনের ডিসেম্বর মাসের ৩০ তারিখ শুক্রবার হইতে কার্যকর হইবে (১ম সংশোধনী)।

ঘ. সংশোধিত গঠনতন্ত্র অদ্য ১৯৯৭ সনের জুলাই মাসের ২৪ তারিখ বৃহস্পতিবার হইতে কার্যকর হইবে (২য় সংশোধনী)।

ঙ. সংশোধিত গঠনতন্ত্র অদ্য ২০০১ সনের জুলাই মাসের ২৮ তারিখ শনিবার হইতে কার্যকর হইবে (৩য় সংশোধনী)।

চ. সংশোধিত গঠনতন্ত্র অদ্য ২০০৫ সনের আগস্ট মাসের ২৪ তারিখ বুধবার হইতে কার্যকর হইবে (৪র্থ সংশোধনী)।

CamScanner

বাংলাদেশ উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসার সমিতি
প্রতিষ্ঠাকাল ঃ ২১ মে ১৯৭৮ খ্রিঃ
প্রথম কেনিপ নির্বাচন ঃ ১৯ নভেম্বর ১৯৭৮ খ্রিঃ

সমিতির গঠনতন্ত্রের বিবরণ

* ১৯৭৮ সনের ১৯ নভেম্বর তারিখে অনুষ্ঠিত প্রথম সাধারণ সভায় সমিতির গঠনতন্ত্র অনুমোদিত ও গৃহীত হয়। ২০টি অনুচ্ছেদ সংবলিত গঠনতন্ত্রে কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য সংখ্যা ছিল ৩১ জন।

* ১৯৮৮ সনের ৩০ ডিসেম্বর তারিখে অনুষ্ঠিত ৫ম দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনে প্রথম সংশোধনী গৃহীত। ২২টি অনুচ্ছেদে সংশোধিত গঠনতন্ত্রে কেনিপ সদস্যসংখ্যা ৪১ জন করা হয়।

* ১৯৯৭ সনের ২৪ জুলাই তারিখে অনুষ্ঠিত ৭ম দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনে ২য় সংশোধনী গৃহীত। নামকরণ, কেনিপ সদস্য সংখ্যা ২১ জনে নির্ধারণ ইত্যাদি করা হয় ।

* ২০০১ সনের ২৮ জুলাই তারিখে অনুষ্ঠিত সাধারণ সভায় ৩য় সংশোধনী গৃহীত। সদস্যদের চাঁদার হার উন্নীতকরণ, কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের মেয়াদ শেষে এডহক কমিটি গঠন, নির্বাচন কমিশনের অধীনে সদস্যদের গোপন ব্যালটের মাধ্যমে কর্মকর্তা নির্বাচন ইত্যাদি গঠনতন্ত্রে সন্নিবেশিত করা হয়। ১২.৩ নং উপ অনুচ্ছেদ সংযোজন করা হয়।

* ২০০৫ সনের ২৪ আগস্ট তারিখে অনুষ্ঠিত সাধারণ সভায় ৪র্থ সংশোধনী গৃহীত। কেনিপ সদস্য সংখ্যা ৩১ জনে নির্ধারণ করা হয়।

বাংলাদেশ উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসার সমিতির পক্ষে প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক কর্তৃক প্রধান কার্যালয়, ৯২-৯৩ মহাখালী বা, এ, ঢাকা হইতে প্রকাশিত

CamScanner